Deism (শ্বরবাদ)-এ আপনাকে স্বাগতম!

Deism (শ্বরবাদ বা যৌক্তিক একেশ্বরবাদ)-এ আপনি ও আপনার সমাজকে দেওয়ার মত অনেক কিছু রয়েছে। এটা এমন একটি জ্ঞান/ধারণা যার ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক আচরণ/নিয়ম ভিত্তিক যৌক্তিকতায় ঐশ্বরিক অস্তিত্ব। কোন নিয়ম থাকলেই ধরে নেওয়া যায় তার একজন প্রণেতা রয়েছেন। তাই Deism হলো একটি প্রাকৃতিক ধর্ম- এটা কোনো প্রকাশিত ধর্ম নয়।

প্রচলিত যেসব প্রকাশিত ধর্ম যেমনঃ ইহুদী, খ্রিষ্টান বা ইসলাম এসব ধর্ম সমূহের সীমাবদ্ধতা বা ভীতি জাগানিয়া কুসংস্কার সমূহ থেকে Deism-এ বিশ্বাসীদীগকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে [উপরক্ত ধর্ম সমূহকে প্রকাশিত ধর্ম বলা হয় কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাবী করা হয়েছে যে এই ধর্ম গুলো ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও প্রকাশিত কিন্তু এর অনুসারীগণ প্রকিতার্থে এসব দ্বিধাগ্রস্ত ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থে অন্ধ বিশ্বাসী] ।

যখন সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক Deism-এ দীক্ষা গ্রহণ করা শুরু করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই কল্পকথা বা ভীতিকর মানসিকতার উপর যৌক্তিকতা প্রাধান্য পাবে। আর তখনই ঈশ্বর প্রদত্ত প্রাকৃতিক যুক্তি নির্ভর ধর্ম মানুষকে ব্যাক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের মহিসোপানে উন্নিত করবে, এবং লক্ষ-কোটি মানুষের প্রকাশিত ধর্মের বেহুদা কল্প-জিঘাংসা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

এটা সুচারুভাবে সামাজিক শুদ্ধতার কোনো অলিক কল্পনা নয়। যেহেতু প্রতিটি মানুষ তার ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেক যৌক্তিকতার দ্বারা পরিচালিত হয় সেহেতু Deism-এর পক্ষে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। Deism-এর মূলমন্ত্রই হলো ঈশ্বর প্রদত্ত মানুষের যুক্তি ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা যা মানুষের স্বাভাবিক আচারে প্রতিফলিত। মানুষের তৈরী কুসংস্কারাচ্ছন্ন "প্রকাশিত" ধর্ম গুলোই আমাদের প্রকৃত অবস্থা। মানবসৃষ্ট এসব কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা খুব সহজেই ঈশ্বর প্রদত্ত যৌক্তিকতার দ্বারা পরাভূত হবে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা দিন দিন এই মিথ্যাকে উত্তরণ (প্রমোট) করা হয়েছে। এদের কেউ কেউ ব্যাক্তিগত লাভ আবার কেউ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ কাজটি করেছে। যেহেতু, এ ভ্রান্ত, অলিক ধারণা সমূহের প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিছুর মানুষের হাত ধরে তাই এর শুদ্ধতাও সম্ভব ঐ মানুষ গুলোর দ্বারাই। বস্তুতঃ কার্যকর Deism-এর অনুসারী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের কর্ম ও শক্তি তথাকথিত প্রকাশিত ধর্ম সমূহকে নিঃসন্দেহ ছাপিয়ে যাবে। এবং কার্যত কঠোর সাংগঠনিক শ্রম এবং মানবিক মুল্যবোধের সৎ চিন্তা তথাকথিত "প্রকাশিত" ধর্ম সমূহে স্থলাভিষিক্ত হবে। মানবতা এবং প্রতিটি মানুষ-যারা মানবতার মূল ভিত্তি তারা একটি সম্ভাবনাময় উন্নয়নের জগতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে।

আহবান করছি, দয়াকরে Deism সম্পর্কে জানুন, এর জন্য পড়ার মত বহু আর্টিকেল রয়েছে। ইন্টারনেটের সাইট থেকে জানতে পারবেন যে ঈশ্বর এবং ধর্ম দু'টি ভিন্ন বিষয়। Deism-এর অভাবনীয় অসংখ্য সুবিধা ও সুফলতার অন্যতম হচ্ছে একটি হচ্ছে যে এটি আপনার এবং আপনার পরিবারে সদস্যদের সুরক্ষা দেবে কুসংস্কার থেকে। আপনি জানবেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র একটি Deistict দলিল; জানতে পারবেন যে বাইবেল ও কোরআন কিভাবে ঈশ্বরকে দুষ্ট ও মন্দভাবে চিত্রিত করেছে, জানতে পারবেন যে প্রকৃতির সজ্জাকারী প্রকৃতির মতই বাস্তবঃ এবং আরো অনেক বেশী কিছু। আরো অনেক বেশী গভীর।

#থমাস_পাইন, যিনি মানুষের কাছে শ্বরবাদ পৌঁছানোর জন্য সর্বাধিক অবদান রেখেছেন, তাঁর উক্তিটি আপনার হৃদয়ে অনুরণিত হবে যদি আপনি বুঝতে সক্ষম হোন যে Deism প্রকৃতপক্ষে কি বিষয়।

সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা যাবে যে "Deism-এ রয়েছে এক অনন্য সুখঃ যা অন্য কোন ধর্মীয় রীতিতে খুঁজে পাওয়া যায়না। অন্য ধর্ম গুলোতে এমন কিছু রয়েছে যা হয় আমাদের যৌক্তিকতাকে আতংকিত করে অথবা এর বিরোধী হয়, কোন মানুষ যদি প্রগাঢ়ভাবে ও নিগঢ়ভাবে চিন্তা করে, তবে এটিই তার যৌক্তিকতাকে নাড়া দেবে যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে"।

"কিন্তু Deism-এর ক্ষেত্রে আমাদের যৌক্তিকতা ও বিশ্বাস একই সুত্রে মিলিত হয়। এ বিশ্বভ্রমান্ডের নিপূণনতা এবং সৃষ্টির মাঝে আমরা যা কিছু দেখিনা কেন আমাদের কাছে প্রমাণ করে অনেক সুচারু ও সুন্দরভাবে যা শুধুমাত্র একটি কিতাবের (আসমানী কিতাব) মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্য এবং তার বহুবিধ গুণাবলী সমূহ ব্যাপক"।